26/6/2001

তারিখ ... ...
পৃঃ 2 কলাম ৬ ...

দৈনিক ইনকিলাব

সিপিডির শিক্ষানীতি ফোরামের আলোচনায় সেনাবাহিনী ও মাদ্রাসা তুলে দেয়ার সুপারিশ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ নির্বাচন ২০০১ উপলক্ষে সিপিডি-প্রথম আলোর উদ্যোগে গঠিত জাতীয় নীতি ফোরামের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত এক আলোচনায় বক্তারা বাংলাদেশ থেকে সেনাবাহিনী তুলে দিয়ে প্রতিরক্ষা বাজেটের ঐ অর্থ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করার আহবান জানিয়েছেন। সেই সাথে তারা এদেশ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষাসহ প্রাইমারী স্কুল পর্যায় থেকেও ধর্মশিক্ষা তুলে দেয়ার সুপারিশ করেন। কয়েকটি এনজিও'র প্রতিনিধি ও বাম ধারার শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবীরা আলোচনাকালে বলেন, বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনীর কোন প্রয়োজন নেই। প্রতিরক্ষা খাতের এই বিপুল অংকের বাজেট শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করলে আমাদের শিক্ষার মান, উন্নয়ন এবং ব্যাপক জাতীয় উন্নতি সাধিত হবে। অপরদিকে, মাদ্রাসা শিক্ষাও এ জাতির কোন কল্যাণ করার পরিবর্তে তালেবান বাহিনী গড়ে তুলছে উল্লেখ করে তারা বলেন, প্রাথমিক স্তর থেকেও ধর্মশিক্ষা পুরোপুরি তুলে দিতে হবে। কারণ এই ধর্মশিক্ষা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিতে উৎসাহ যোগাচ্ছে। ধর্মশিক্ষার জন্য পরিবার ও চার্চই যথেষ্ট বলে তারা মন্তব্য করেন এবং সেনাবাহিনীর পরিবর্তে গণবাহিনী গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর কবীর চৌধুরী বলেন, সেনাবাহিনী তুলে দিয়ে দেশের নাগরিকদের মাধ্যমে পিপলস আর্মি অর্থাৎ গণবাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং প্রতিরক্ষা খাতের ঐ টাকা শিক্ষা খাতে খরচ করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাও তুলে দেয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, মাদ্রাসায় এখন ভালো নাগরিক বা কর্মদক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী হচ্ছে না। সেখানে কেবল তালেবান তৈরী হচ্ছে। প্রাইমারী স্কুলেও আনুষ্ঠানিক ধর্মশিক্ষা রাখা যাবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ধর্মশিক্ষা দেবে পরিবার ও চার্চ, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। তবে প্রাথমিক শিক্ষায় পৃথকভাবে নৈতিক শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। তিনি ছাত্র রাজনীতিও

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

সেনাবাহিনী ও মাদ্রাসা তুলে দেয়ার সুপারিশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বন্ধ করে দেবার আহবান জানান।

মহিলা পরিষদ সভানেত্রী হেনা দাস বলেন, প্রাথমিক স্তর থেকে ধর্মশিক্ষা তুলে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। শৈশবে ধর্মশিক্ষা দেয়ার ফলে আমাদের সমাজে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদ প্রতিরক্ষা ব্যয় কমানোর এবং গ্যাস রফতানীর পরামর্শ দিয়ে বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে মানবসম্পদ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। গ্যাস মাটির নীচে পুঁতে রেখে দেশপ্রেমিক না হয়ে তার অংশবিশেষ রফতানী করে ঐ অর্থে মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরো বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষায় আলোকিত মানুষ বা দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠছে না। সুতরাং, এজন্য মাদ্রাসাকে জাতীয় বাজেট থেকে অর্থ দেয়ার আগে মাদ্রাসা শিক্ষাকে ব্যাপক সংস্কার এবং এর কারিকুলাম পরিবর্তন করতে হবে। তবে কয়েকজন বক্তা সেনাবাহিনী তুলে দেয়া বা প্রতিরক্ষা বাজেট হ্রাসের এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের দাবীর বিরোধিতাও করেন।

গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র অর্থনীতিবিদ ডঃ জাহিদ হুসাইন, ইউনিসেফের সাবেক উপদেষ্টা ডঃ মঞ্জুর আহমদ, এনজিও নেত্রী রাশেদা চৌধুরী, এনজিও স্বনির্ভর বাংলাদেশের চেয়ারম্যান সালাহ উদ্দিন আহমদ, এনজিও বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ মুহম্মদ ইব্রাহীম, নটরডেম কলেজের অধ্যাপিকা ও শিক্ষাবার্তা সম্পাদক এ এন রাশেদা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বিআইডিএসের গবেষক মাহমুদুল আলম, সাবেক সচিব ডঃ এএনএম ইউসুফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ডঃ সিদ্দিকুর রহমান ও প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ হেদায়েত হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ট্রেজারার ও ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ডঃ শামসুল হক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রোভিসি প্রফেসর ডঃ মাহবুবউল্লাহ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ইউনুস শিকদার, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির ভিসি ডঃ বজলুল এম. চৌধুরী প্রমুখ। আলোচনা সভায় শিক্ষানীতি সম্পর্কে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এবং সিপিডি টাস্কফোর্সের শিক্ষা বিষয়ক সদস্য সচিব ডঃ মোহাম্মদ মাসুম।